সংবাদ

তারিখ 17 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

পাঠ্যবই ছাপা ও বিতরণে দুর্নীতির আইনি প্রতিকার করুন

বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপা ও বিতরণের ২০টি স্তরের ১৬টিতেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী দুর্নীতি করছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) এক গবেষণা প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে এ কথা। গত সোমবার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে এ সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে টিআইবি। গণমাধ্যমগুলো এ নিয়ে গত মঙ্গলবার বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিটি গঠন, লেখক দলে সদস্য নিয়োগ, বিষয় বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, সম্পাদনা, লেখা পরিবর্তন, কাগজ ও কালি ব্যবহার, পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজ দেয়া, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভয়াবহ অনিয়ম-দুর্নীতি হয়। এই দুর্নীতির সঙ্গে এনসিটিবির এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত বলে টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এনসিটিবির নানা অনিয়মের পেছনে মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণেরও দায় রয়েছে। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও হয়। এসব অনিয়ম-দুর্নীতি দূর করার লক্ষ্যে টিআইবি বেশ কিছু সুপারিশও করেছে।

টিআইবির প্রতিবেদনে এনসিটিবির বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপা বা বিতরণে যে দুর্নীতির চিত্র প্রকাশ পেয়েছে সেটাকে বলতে হবে হতাশাজনক। শিক্ষা খাতে এমনিতেই প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দ কম থাকে তার ওপর যদি এর বিভিন্ন স্তরে স্তরে অনিয়ম-দুর্নীতি হয় তাহলে হতাশার শেষ থাকে না। এক বই ছাপাতেই ১৬ স্তরে দুর্নীতি হচ্ছে। আর এই দুর্নীতির কুফল শেষ পর্যন্ত ভোগ করছে শিক্ষার্থীরা। তাদের হাতে নিম্নমানের বই যাচ্ছে। অনেক স্কুলে সময়মতো বই পৌঁছাচ্ছে না। বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছে দেয়ার সরকারি উদ্যোগটি মহৎ। কিন্তু এনসিটিবির এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী সরকারের এই মহৎ উদ্যোগকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছে। আমরা বলতে চাই, এনসিটিবি একটি অথর্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে বলেই পদে পদে অনিয়ম-দুর্নীতি জেঁকে বসেছে।

এনসিটিবি এমনই এক অথর্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ছে যে, পাঠ্যবইয়ে কোন পরিবর্তন আনা না আনার ক্ষেত্রেও কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসছে সে সরকারই প্রতিষ্ঠানটির ওপর রাজনৈতিক প্রভাব খাটাচ্ছে। আমরা মনে করি এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। এনসিটিবিকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে একে স্বাধীন কমিশন হিসেবে পুনর্গঠনের যে দাবি উঠেছে সেটাকে আমরা সমর্থন করি। এটা করা গেলে এবং এর পরিচালনায় প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করা হলে এনসিটিবির কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা পাবে বলে আশা করা যায়। বৃহত্তর স্বার্থে সরকার বিষয়টি ভেবে দেখবে বলে আমরা আশা করি।

বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপা ও বিতরণের কোন স্তরেই অনিয়ম-দুর্নীতি কাম্য নয়। আমরা চাই, সব ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি কঠোরভাবে দমন করা হবে। এনসিটিবির যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। পাঠ্যবই নিয়েই যারা দুর্নীতি করে তাদের ছাড় দেয়া চলবে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেবে এটা আমাদের আশা।